১৩-০৬-১৭ প্রাত:-মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - সত্য বাবাকে নিজের সত্য পোতামেল (Account) দাও, সমস্ত বিষয়ে শ্রীমত নিতে থাকো, এতেই তোমাদের কল্যাণ হবে ।"

প্রশ্ন :- এখন তোমরা কোন্ লেনদেন কোন্ নিয়মে করো ?

উত্তর :- সমর্পণের বুদ্ধির দ্বারা তোমরা বাবাকে বলো যে বাবা আমি তোমার, এই তন - মন এবং ধনও তোমার । বাবা তখন বলেন, বাচ্চারা, এই স্বর্গের বাদশাহীও তোমাদের । এই হলো লেনদেনা কিন্তু এরজন্য সততার হৃদয় চাই । দৃঢ় নিশ্চয়তাও চাই । নিজেদের সত্য পোতামেল বাবাকে দিতে হবে ।

গীত :- তুমিই মাতা এবং পিতা.....

ওম্ শান্তি । বাবা বসে বাচ্চাদের জানান, এখন আমরা ব্রহ্মাকুমার কুমারীরা শ্রীমতের অর্থ তো জেনে গেছি । আমরা শিববাবার মতে চলে আবার নতুন করে আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্মের স্থাপনা করছি । এ তোমরা প্রত্যেকেই জানো যে - বরাবর কল্পে কল্পে পরমপিতা পরমাত্মা এসে ব্রহ্মা দ্বারা বাচ্চাদের দত্তক নেন । তোমরা হলে সেই দত্তক ব্রাহ্মণ সন্তান, তাঁর কোলের সন্তান । আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম, যা প্রায় লোপ হয়ে গিয়েছে, সেই ধর্ম আমরা বাবার শ্রীমতে চলে আবার স্থাপন করতে চলেছি, যা হুবহু আগের কল্পের মতো, যে অভিনয় চলেছিল, যে শিক্ষা মিলেছিল, সেই একই অভিনয় আমরা আগের কল্পের মতো নাটকের নিয়ম অনুসারে করে চলেছি । আমরা জানি যে শ্রীমতে চলে আমরা আবার দৈবী স্বরাজ্য স্থাপন করছি । যে যেমন পুরুষার্থ করবে, কেননা এই সেনায় কেউ সতোপ্রধান পুরুষার্থী ,কেউ সতো, কেউ আবার রজো পুরুষার্থী । কেউ মহারথী, কেউ ঘোরসওয়ার, কেউ আবার পেয়াদা, এমন নাম দেওয়া হয়েছে । বাচ্চারা খুব খুশী থাকে যে আমরা গুপ্ত । স্থূল হাতিয়ার ইত্যাদি কিছুই চালায় না । দেবীর হাতে যে হাতিয়ার ইত্যাদি দেখানো হয় তা হল জ্ঞানের অস্ত্রশস্ত্র । এখানে তা জাগতিক হাতিয়ারের শক্তিতে পরিণত হয়েছে । মানুষ জানেই না যে স্থূল তলোয়ার ইত্যাদি ওঠানো হয় না, একে জ্ঞানের বাণ বলা হয় । চতুর্ভুজ যে অলংকার দেখানো হয়, সেও হলো জ্ঞানের শাস্ত্র অর্থাৎ জ্ঞানের শাস্ত্র, জ্ঞানের গদা ইত্যাদি । সবই জ্ঞানের কথা । বোঝানো হয়, গৃহস্থ জীবনে কমল ফুলের মতো থাকো, তাই কমল ফুল দেখানো হয় । এখন তোমরা প্রত্যক্ষভাবে এই অভিনয়ে আছো । কমল ফুলের মতো গৃহস্থ জীবনে থেকে তোমাদের বুদ্ধিতে জ্ঞান আছে । আমরা এক বাবাকেই স্মরণ করে থাকি । এ হলো কর্মযোগ সন্ন্যাস । নিজের রচনাকেও তো সামলাতে হবে । এখন তোমরা বুঝতে পারো যে প্রথমে দুঃখের ব্যবহারই ছিলো । একজন আর একজনকে দুঃখ দিতেই থাকতো । এখানকার সুখ তো কাক বিষ্ঠার তুল্য ছিঃ ছিঃ । এই বিষ্ঠার পোকায় পরিণত হয়েছে । বাচ্চারা বোঝে এ হলো রাত দিনের তফাত । বাবা আমাদের স্বর্গের মালিক বানান । এখন আমরা হলাম নরকের মালিক । নরকে আর কি সুখ থাকবে । তোমরা বাচ্চারা এই কথা শোনো আর বুঝতে পারো । বাবা বাচ্চাদের এই জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে বলছেন । এই স্বর্গ হলো বাচ্চাদের জন্য । বাচ্চারা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারে তাদের পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে । প্রথমে তো নিশ্চয়তা চাই । নিশ্চয়বুদ্ধি বিজয়ন্তী অর্থাৎ নিশ্চয়বুদ্ধি যাদের তাদেরই জয়লাভ হয় । নিশ্চয়তা যদি দৃঢ় হয়, তখন তোমরা এই নিশ্চয়তাতেই থাকবে । এক তো শিব বাবার স্মরণ থাকবে আর খুশীর পারদ চড়তে

থাকবে । তখন সমর্পণের বুদ্ধিও থাকবে । বাচ্চারা বলে যে বাবা আমি আপনার । এই তন – মন – ধন সব আপনার । বাবাও তখন বলেন, বাচ্চারা এই স্বর্গের বাদশাহী তোমাদের । দেখো, এ কেমন লেনদেন । সত্ সন্তান তো হতে হবে । বাবা সবই জানতে পারেন যে বাচ্চাদের কাছে কি আছে ? আমি কি দিই আর তোমাদের কাছে কি আছে ? বাবা খুব ভালোভাবে বুঝিয়ে বলেন । আমি হলাম গরীবদের প্রভু । সাহুকার বা ধনবানদের তো সমর্পণ হতে অনেক হৃদয় বিদারণ হয় । গরীব মানুষ তো চট্ করে সবই বলে দেয় । তারা ব্যবসা বা যে কোনো কাজই করুক না কেন, নিজের রোজগার থেকে এক বা দুই পয়সা বা চার পয়সা অন্তত বের করে । যাদের দানের শৌখিনতা থাকে তারা অনেকেই বের করে । তারা যা কিছুই করে, তাতে তারা বলে ঈশ্বর অর্পণম, এইজন্য অল্পকালের সুখ দ্বিতীয় জন্মে তারা পেয়ে থাকে । কেউ যদি কলেজ , ধর্মশালা বা হাসপাতলে তৈরী করে তাহলে পরের জন্মে তাদের লাভ হয়ে থাকে । তারা তো পুণ্য আত্মা হয়ে যায় ,তাই না ? তাদের স্বাস্থ্যও ভালো থাকবে । কলেজে খুব ভালোভাবে তারা পড়াশোনা করবে । এইসবও আমিই দিয়ে থাকি । সাক্ষাৎকারও আমিই করিয়ে থাকি । প্রত্যেক এক এক জনের হিসেবই আমার কাছে আছে । নাটকের নিয়ম অনুসারে প্রথম থেকেই এইসব ঘটনা এই বিশ্ব নাটকে নিহিত আছে । ধন বেশী থাকলে অনেকে মন্দির ইত্যাদি বানায়, এ হলো চ্যারিটি । কেউ আবার তাদের কারখানা ইত্যাদির রোজগার থেকে কিছু পয়সা ইত্যাদি নিয়ে মন্দিরও বানায়, কেউ আবার কলেজও বানায় । তারা বলে এই অর্থ ঈশ্বরকে দান করছি, পরিবর্তে ঈশ্বরও আমাদের দেবেন । অনেক মানুষই বলে থাকে, আমরা নিষ্কাম সেবা করি । কিন্তু নিষ্কাম তো কিছুই হয় না । নিষ্কাম অর্থ কোথা থেকে এলো ? বাবা বোঝান যে – নিষ্কাম সেবা হতে পারে না । ফল তো অবশ্যই মেলে । এখন তোমাদের এই গৃহস্থ জীবনে তো থাকতেই হবে । চাকরী করতে হবে আবার সবকিছুই সামলাতে হবে । বাচ্চাদের এই পোতামেল বাবাকেই দিতে হবে । কত টাকা থাকে । বাবা বলেন, আচ্ছা, তুমি যদি গরীবও হও, আমদানী তেমন না থাকে, তোমরা যদি তোমাদের রচনার পালনও সম্পূর্ণ না করতে পারো, তাহলে তোমরা অন্তত এক পয়সাই দাও । এই তোমাদের অবিনাশী ২১ জন্মের কামাই । ওই কামাই হলো অল্পকালের সুখের জন্য, আর এ হলো ২১ জন্মের জন্য । আর এই কামাই হয় প্রত্যক্ষভাবে । বাবা বলেন, তোমাদের বীজ তো বুনতেই হবে । সুদামা একমুঠো চাল দিয়েছিলো, তার পরিবর্তে ২১ জন্মের জন্য মহল পেয়েছিলো, কেননা সে গরীব ছিলো । আবার সাহুকার একমুঠো হীরে দিলেও সে একই কথা । বাবা কিছুই বলেন না । তিনি প্রত্যেককে নির্দেশ দিয়ে থাকেন । যেমন, তুমি এতটা করো । তিনি জিজ্ঞেসও করেন যে খরচ কেমন করে চলে ? কিছু বাঁচলে তিনি সেই অনুসারে রায় দিয়ে থাকেন । তিনি বলেন, কিছু নিজের জন্য রেখে দাও, প্রয়োজনের সময় কাজে আসবে । তিনি নির্দেশও দেন তুমি এতটা করো, বাকি দ্বায়িত্ব আমার । আচ্ছা, ঘরে এমন পরিবেশ তৈরী করো যাতে বাচ্চারাও এসে সেবায় লেগে যায় । অনেক বড় বড় হাসপাতাল বানানো হয়, এই জায়গাও অনেক বড় বানানো উচিত কারণ অনেক লোক এখানে আসবে । অনেক পয়সা থাকে তো এমন হাসপাতাল আর কলেজ খোলো । যেমন গ্রাম তেমনই তো জিনিস হবে । কতো বাচ্চারা এসে সুস্বাস্থ্য আর সম্পদের বর্সা বা সম্পত্তি নেবে । এখন তোমরা এমন করতে থাকলে যেমন রাজত্ব পাবে তেমনই অনেকের কল্যাণও হবে । ২১ জন্মের জন্য তোমরা এমন হতে পারবে । বাচ্চাদের তো সম্পূর্ণ সামলাতে হবে । সাধু – সন্তরা এই বিষয়ই জানে না । তাদের যা দেওয়া হয় তা তারা নিজেদের কাজেই লাগায় । নিজেদের সন্ন্যাস কুলের বৃদ্ধি করে, আখড়া ইত্যাদি বানায় । এখানে যে যত পরিশ্রম করবে সে তত উঁচু পদের অধিকারী হতে পারবে । এই বর্সা বা সম্পত্তিই এখানে পাওয়া যায় । যে সমস্ত বাচ্চারা আছে সবাই বাবার থেকে বর্সা বা সম্পত্তি পেয়ে থাকে । বাবা কেবল বলেন, বাচ্চারা, তোমরা আমাকে ভুলে গেছো, তাই না ? তোমাদের

বুদ্ধি চারিদিকে চলে গেছে । নুড়ি পাথরে আমাকে খুঁজতে খুঁজতে তোমরা পায়ে ব্যাথা করে ফেলো । এও এই নাটকেই আছে আবারও এমনই হবে । প্রথমে সূর্যবংশী এলো তারপর চন্দ্রবংশী, তারপর কিভাবে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হতে থাকে । মানুষ জন্ম নিতেই থাকে । এইসবই তোমাদের বুদ্ধিতে থাকে । ভক্তিমার্গেও আমিই ফল দিয়ে থাকি । পাথরের জড় মুর্তি আর কি দেবে ? এখন তোমরা শূদ্র বর্ণ থেকে ব্রাহ্মণ বর্ণের হয়েছো ।

তোমরা জানো যে, আমরা বাবার শ্রীমতে আবারও আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের স্থাপনা করছি । আগের কল্পেও এমনই করেছিলাম । তখনই এই ৮৪ জন্মের চক্রে এসেছিলাম । বাকি ইসলামী, বৌদ্ধ আদি হলো সব অন্য ধর্মের । এই নাটক সম্পূর্ণ ভারতেরই উপর । তোমরাই দেবতা ছিলে আবার তোমরাই অসুর হয়েছো । রাবণ প্রবেশ করলে তোমরা বাম মার্গে গিয়ে বিকারী হয়ে যাও । ব্যভিচার শুরু হয়ে যায় । এই ব্যভিচারও প্রথমে সতোপ্রধান, তারপর সতো, রজো আর তমো হয় । বাবা বোঝান যে এই সময় ঝাড় জর্জরিভূত অবস্থা হয়েছে । এখন এই সবই শেষ হয়ে যাবে । যেসব ধর্ম দেবতা ধর্ম নয় তা আবারও স্থাপন হবে । কল্প কল্প স্থাপন হয়ে থাকে । কিন্তু তার বর্ণনা সঠিকভাবে দেওয়া নেই । এক নম্বর কথা হলো ভগবান উবাচঃ । ভগবান তো একজনই । এই সর্বব্যাপীর জ্ঞানের দ্বারা ভক্তিও চলে না । ও গড ....কাকে বলা হয়, সর্বব্যাপী হলে ও গড এই কথাও বলা যাবে না । সতোপ্রধান থেকে সতো, রজো এবং তমোতে আসতেই হবে । এই কারণে সবাই পতিত । এই গানও গায়,হে পতিত - পাবন এসো । বাবা আসেনই সবাইকে পবিত্র বানাতে । তোমরাও পবিত্র হচ্ছো । দুঃখে সবাই স্মরণ করে । যখন বিপদ আসে তখন সবাই স্মরণ করে হে ভগবান, কিন্তু কেউই তাঁকে জানে না । তোমরা এখন জ্ঞান শুনছো । তোমাদের আবারও দেবী দেবতা হতে হবে । এখন শেষ সময় তাই হিসেব - নিকেশ শোধ করতে হবে । এখন সবাই কবরে চলে গেছে, বাবা এসে সকলকে জাগিয়ে তোলে । এই জ্ঞান কারোর কাছেই নেই । এখানে আসতে থাকবে, তৈরী হতে থাকবে আবার বৃদ্ধিও হতে থাকবে । বাবাকে জিজ্ঞেস করতে পারো, আমি এই অবস্থায় কি পদ পাবো ? নাকি নিজের অবস্থা দেখে বুঝতে পারো । এখন অনেক বড় মার্জিন । বাবাকে স্মরণ করার তোমরা সবাই হলে পুরুষার্থী । তোমরা সম্পূর্ণ শেষ সময়ে হবে । পরীক্ষা সম্পূর্ণ হলেই লড়াই শুরু হয়ে যায় । যখন তোমরা অন্তের কাছাকাছি আসবে তখন অনেকেরই সাক্ষাত্কার হতে থাকবে । একজন আর একজনের সম্বন্ধে বুঝতে পারবে যে এ কি পদ পাবে । এ খুবই বোঝার কথা । আত্মা এখন অবুঝ হয়ে গেছে । এখন বাবা তোমাদের কড়ি থেকে হীরে বানাবার জন্য বুঝদার করে তুলছেন । বাবা বলেন, বাচ্চারা, এ হলো যুদ্ধের ময়দান, ঝড় তো অনেকই আসবে । সমস্ত রোগ বেড়িয়ে যাবে । তোমাদের প্রতিভার সাহায্যে হুঁশিয়ার হও ।

ওস্তাদ কোনো সাহায্য করবে না । হার বা জিত পাওয়া সম্পূর্ণ তোমাদের হাতে । ওস্তাদ বলেন, এ হলো মায়ার যুদ্ধ । মায়া অনেক আছাড় দেবে । ৫ - ৬ বছর চলতে চলতে না চাইলেও এমনই তুফান আসবে যে ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেবে । যে বাহাদুর সে কখনোই পরিশ্রান্ত হয় না । ফেল হওয়া যাবে না । এর ওপর ছোটো ছোটো নাটক দেখানো হয় যে ভগবান নিজের দিকে টানে আর রাবণ তার নিজের দিকে টানে । তোমরা বাবার স্মরণে থাকতে চাও কিন্তু রাবণ ঝড় এনে দেয়, এ তো হবেই । যুদ্ধ করতেই হবে । তোমরা হলে কর্মযোগী । সকালে উঠে অভ্যাস করো বাবাকে স্মরণ করার । তোমাদের হলো গুপ্ত স্মরণ । গুপ্ত সেনার গায়ন আছে, অজানা যোদ্ধা, কিন্তু খুবই পরিচিত । তোমাদের স্মরণে এই দিলওয়াড়া মন্দির অজানা যোদ্ধার স্মৃতি মন্দির । এই মন্দির লক্ষ্মী - নারায়ণের নয় ।

তোমরাই আবার লক্ষ্মী – নারায়ণ হও । তোমাদের সবকিছুই গুপ্ত । স্থূল তলোয়ার ইত্যাদি কিছুই থাকে না । এ শুধুই বুদ্ধির কাজ । এই গানও গাওয়া হয় যে .....আত্মা, পরমাত্মা পৃথক আছে বহুকাল ....মানুষ তো গুরু হয় । সত্গুরু তো একজনই নিরাকার । তাঁকে পতিত – পাবন বলা হয়, তাহলে সত্গুরু হলো তাই না । বাকি সবই হলো কলিযুগী কর্মকান্ড । সবাই ডাকতে থাকে, তালিও বাজায় হে পতিত – পাবন .....সমস্ত সীতাদের রাম একজনই । এখন তোমাদের বুদ্ধিতে সমস্ত জ্ঞান এসে গেছে । নিজের অবস্থাকে দেখতে হবে যে আমাদের মধ্যে কোনো অপগুণ তো নেই । ক্রোধ বা কামের ভূত থাকা উচিত নয় । মানুষ লেখে যে, জানি না কি হবে ! অনেক ঝড় আসে । বাবা বলেন এ তো আসবেই, অনেক হয়রানিও করবে । কিন্তু তোমাদের সাবধানে থাকতে হবে । বাবাকে স্মরণ করতে হবে । বাবা আপনার তো আশ্চর্য ক্ষমতা । কেউই জানে না আপনি কিভাবে রাজধানী স্থাপন করছেন । আমরা এই ভারতে ঈশ্বরের সাহায্যকারী । নিরাকার শিবের জয়ন্তীও পালন করা হয় । কিন্তু তিনি কখন বা কিভাবে এসেছিলেন তা কেউই জানে না । তোমরা জানো যে শিববাবা আমাদের প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা বর্সা বা সম্পত্তি দিচ্ছেন । এ হলো ঠাকুরদাদার বর্সা বা সম্পত্তি । অনেকেই ওনাকে বাবা – বাবা বলে । দাদা আর বাবা । বাবা হলেন রুহানী আর দাদা হলেন এই লৌকিক দুনিয়ার । সেই সুপ্রীম আত্মা এনার দ্বারা বর্সা বা সম্পত্তি দিচ্ছেন, এই কথা বুদ্ধিতে থাকা দরকার । বাবার শ্রীমতে চলতে হবে । মনমনাভব আর চক্রের রহস্যও সহজ । স্বদর্শন চক্রধারীও হতে হবে । তোমরাই হলে স্বদর্শন চক্রধারী, কিন্তু অলংকার বিষ্ণুকে দিয়ে দিয়েছে, কারণ তোমরা এখনো সম্পূর্ণ হও নি । প্রথমে তো এই নিশ্চয়তা চাই যে উঁনি হলেন আমাদের বাবা, আবার উঁনি শিক্ষকও, আমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন । তিনিই সদ্গুরু, যিনি আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন । তাঁর বাবা, শিক্ষক এবং সদ্গুরু কেউই নেই । কতো পরিষ্কার করে বোঝানো হয় তবুও বুদ্ধিতে বসে না । গৃহস্থ জীবনে থেকে নির্মোহী হতে হবে । আমরা তো এক বাবারই হয়েছি এই কথা বুদ্ধিতে থাকা চাই । তোমাদের অন্ধের লাঠি হতে হবে । কোনো মিত্র সম্বন্ধীদের সাথে কথা বলতে বলতে জিজ্ঞেস করো, পতিত পাবন, পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে তোমাদের কি সম্বন্ধ ? তোমাদের লৌকিক বাবা তো ইনি । তাহলে পরমপিতা পরমাত্মা কার বাবা ? অবশ্যই বলবে আমাদের । আচ্ছা, বাবা তো স্বর্গের রচয়িতা । ভারত একসময় স্বর্গ ছিলো কিন্তু এখন আর তা নেই । আবার তোমরা বেহদের বাবার থেকে বর্সা বা সম্পত্তি নাও, এ হলো তোমাদের অধিকার । স্মরণ করলে তোমরা ওখানে চলে যেতে পারবে । কত পয়েন্টস আছে যা বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি – মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা – পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা আর সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) কাম বা ক্রোধের কোনো অপগুণ যদি অন্দরে থাকে, তাকে বের করে প্রকৃত ঈশ্বরের সাহায্যকারী হতে হবে । মায়ার ঝড় বা তুফানের সময় সাবধান থাকতে হবে । হার মানা চলবে না ।

২) বাবার নির্দেশে চলে সুদামার মতো একমুঠো চাল দিয়ে ২১ জন্মের জন্য বাদশাহী নিতে হবে ।

বরদান :- জ্ঞানের শক্তির দ্বারা কর্মেন্দ্রিয়ের উপর শাসন করে সফল স্বরাজ্য অধিকারী হও ।

রোজ নিজের সহযোগী সমস্ত কর্মচারীদের রাজ দরবার লাগাও আর চেক করো, কোনো কর্মেন্দ্রিয় বা কর্মচারী বার বার ভুল করছে না তো ? কেননা ভুল কাজ করতে করতে সংস্কার পাকা হয়ে যায় । এই কারণে জ্ঞানের শক্তির দ্বারা চেক করার সাথে সাথে চেঞ্জ করতে যদি পারো তখন বলবে স্বরাজ্য অধিকারী । এমন স্বরাজ্য চালনায় যে সফল হয় তার সম্পর্কে আসা সমস্ত আত্মা সন্তুষ্ট থাকে, সে সকলের ধন্যবাদের পাত্র হয়ে যায় ।

স্লোগান :- সবসময় সর্বময় কর্তা বাবা স্মরণে থাকলে "আমিত্ব" ভাব আসতেই পারবে না ।